দিন দিন জনপ্রিয় হচ্ছে খাঁচায় মাছ চাষ, স্বাবলম্বী শত শত পরিবার

লেখক: প্রকাশক | প্রকাশিত: 31 August 2026, 12:19 PM | বিভাগ: সারাদেশে

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলার ফুলজোড় নদীতে খাঁচায় মাছ চাষ করে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছেন স্থানীয় মৎস্যচাষিরা। নদীর দুই পাড়ে সারি সারি খাঁচায় মাছ চাষের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের পাশাপাশি নিজেদের ও পরিবারের পুষ্টির চাহিদাও পূরণ করছেন তারা।

সরেজমিন ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সময়ের ব্যবধানে ভূঁইয়াগাঁতী থেকে নলকা পর্যন্ত প্রায় ১০ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে ফুলজোড় নদীতে খাঁচায় মাছ চাষের পরিধি বেড়েছে কয়েক গুণ। পাঁচ বছর আগে যেখানে প্রায় ৩০ জন চাষি ছিলেন, বর্তমানে সেখানে ১৫২ জন মৎস্যচাষি প্রায় ৭০০টি খাঁচায় মাছ চাষ করছেন। এ কার্যক্রমের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত রয়েছে প্রায় ৪০০ পরিবার।

স্থানীয়রা জানান, ২০১১ সালে ফুলজোড় নদীতে ড্রাম ও জাল দিয়ে বিশেষভাবে তৈরি খাঁচায় মাছ চাষ শুরু হয়। এ পদ্ধতির ধারণা নিয়ে এলাকায় মাছ চাষ শুরু করেন মো. ইউসুফ হোসেন আলী, শামসুল হক, আব্দুর রাজ্জাক, মজিনুর ও জহুরুল। তারা অবসর সময়ে শ্রমিকের কাজ করতে চাঁদপুরে গিয়ে খাঁচায় মাছ চাষ দেখে

অনুপ্রাণিত হন।

ড্রাম, নেট, বাঁশ ও জাল দিয়ে প্রতিটি খাঁচা তৈরি করতে খরচ হয় প্রায় ২০ হাজার টাকা। সাধারণত একটি খাঁচার দৈর্ঘ্য ২৫ ফুট এবং প্রস্থ ১৫ ফুট।

২৮টি খাঁচায় তেলাপিয়া মাছ চাষ করেন মাস্টার আবদুল্লাহ আল মামুন। তিনি জানান, কেজিতে ৩৫ থেকে ৪০টি পোনা খাঁচায় ছাড়া হয়। নিয়মিত ভাসমান ফিড ও প্রয়োজনীয় ওষুধ প্রয়োগের মাধ্যমে প্রায় পাঁচ মাসে মাছ এক কেজি ওজনের হয়। প্রতি কেজি মাছ উৎপাদনে খরচ পড়ে প্রায় ১৭৫ টাকা। বাজারে মনোসেক্স তেলাপিয়ার চাহিদা থাকায় এ পদ্ধতিতে মাছ চাষ দিন দিন জনপ্রিয় হচ্ছে।

চাষি লোকমান হোসেন বলেন, শীতকাল তেলাপিয়া মাছ চাষের উপযুক্ত সময়। তিনি ফুলজোড় নদীতে ৬২টি খাঁচায় মাছ চাষ করছেন।

ভূঁইয়াগাঁতী শ্মশানের পূর্ব পাশে ৪৫টি খাঁচায় তেলাপিয়া চাষ করেন পুরস্কারপ্রাপ্ত মৎস্যচাষি আতাউর রহমান জালাল। তিনি জানান, চৈত্র থেকে বৈশাখ মাস এ মাছ চাষের উপযুক্ত সময়। তবে উজান থেকে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ নদীতে আসায় মাঝে মাঝে মাছ মারা যায়। এতে চাষিরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন।

রায়গঞ্জ উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা শরিফুল ইসলাম জানান, ফুলজোড় নদীতে প্রায় এক হাজার খাঁচায় তেলাপিয়া মাছ চাষ হচ্ছে। খাঁচায় মাছ চাষের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদনে স্থানীয় চাষিরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। সরকারি সহযোগিতা ও প্রয়োজনীয় সহায়তা পেলে এ খাতে মাছ উৎপাদন আরও বাড়ানো সম্ভব হবে।

স্থানীয় চাষিদের প্রত্যাশা, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা, প্রশিক্ষণ ও নদীর পানির দূষণ রোধ করা গেলে ফুলজোড় নদীতে খাঁচায় মাছ চাষ আরও সম্প্রসারিত হবে এবং এর মাধ্যমে আরও বহু পরিবার স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পাবে।

© 2026 আপনার নিউজ পোর্টাল। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
এই প্রতিবেদনটি আমাদের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা হয়েছে।